আমি কান পেতে রই

মাহমুদা রুনু

অমন মেঘলা আঁখিতে এতো বারি!
কুল হারা দীঘি যেন এক।
অজস্র ঝিনুকে অসংখ্য মুক্তো থরে থরে।
জলের ঢেউয়ে জ্বলে প্রত্যয়ী শিখা।
অসম্ভব সম্ভাবনার আঁখিতারা।

অমন সুতনু বাঁকে মহাসংকট তরী ভিরেছে -
গুন বাঁধা শেষে আবার চলেছে অজানায়।
অমন শৈল গ্রিবার বলিষ্ঠ প্রত্যয়
আশার আশাগুলোকে ঠিকানা দিয়েছে নির্দিষ্টে।
একাদশীর রাতে রাঙ্গাতিথী।
পূর্ণিমায় পূর্নতা।
কৃষ্ণ অমাবশ্যায় জোনাকির চঞ্চলতায়
দিকের নির্দেশনা।

অগ্রহায়নে ধানীরং শাড়ির আচলে
নবান্নের বিশ্বাসে, অন্নের আশ্বাস।
ভরসার প্রতিশ্রুত -
লাস্য আনন্দ পরাগ-ঝড়া পৌষের শীতের কুড়ি।

সবি আছে সেইতো আগেরই মতো -
শুধু নেই। কিযেন নেই !
খুজতে ছুটে যাই মরাল গ্রীবা উচু
সেই সৌধটির কাছে।
যেখানে অদৃশ্য লিপিতে লেখা আছে তাহাদের নাম।
আমি কান পেতে রই। আমি কান পেতে রই।
মাটিতে মুখ গুজে কান পেতে রই
শুনতে চাই, শুনতেও পাই, বুঝতে পারিনা যেন।
অস্পস্ট ভাসা ভাসা ভাষার মিছিলে
চেনা কথা চেনা সুর অচেনার মীড়ে।

অমন হরিনী হৃদয়ভেদী চোখে
খুজে যাও কারে এমন প্রখরা ফাল্গুনে?
অমন চেনা মেয়ে কি করে অচেনা গোলাপ ঠোটে
অব্যক্ত ভাষা ধরে রাখে?
আমি কান পেতে রই।
বলো। বলে দাও একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা।
আমি কান পেতে রই।

শাওনের শ্রাবন্তি বিকেলে দোলন চাপার দোলায়িত ঘুর্নিতে
কিযে বলে যাও, কারে বলে যাও।
অবোধ নির্বোধ আমি
বিদ্যুতের বিজলীতেও পাইনে ঝলক।
মরচে পরা তরবারী হাতে
আমি কান পেতে রই।

অস্থির সময় তাড়িত মেয়ে
বুকের আগল খুলে নিক্ষিপ্ত করো
শব্দময় বিদ্রোহ বিরাট।
এই সুতনু বাঁকে যেন
নোঙ্গর ফেলতে না পারে নষ্ট মানুষ।
আমি কান পেতে রই, আমি কান পেতে রই।

২১নভেম্বর ২০০৮